নীতির প্রশ্নে আপোসহীন

দৈনিক
জনকণ্ঠ

প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ

The Daily Janakantha

১৩ জমাদিউস সানি ১৪৪৩ হিজরী ১৭ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ বর্ষ ২৯ সংখ্যা ৩১৯ পৃষ্ঠা ১৬ ॥ মূল্য ১০ টাকা www.dailyjanakantha.com,

পৃষ্ঠা—১১

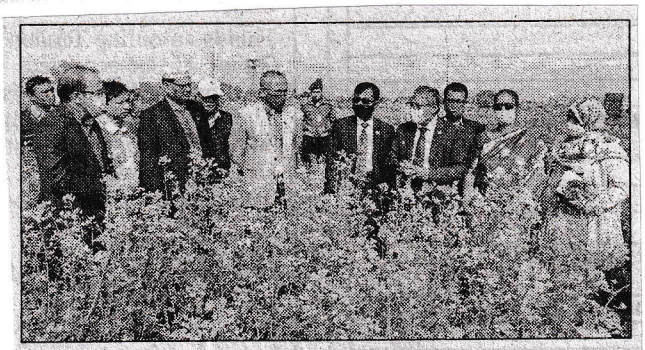

গাজীপুর : *বারি'তে তৈলবীজ গবেষকরা মাঠ পরিদর্শন করেন -জনকণ্ঠ*

বারিতে তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বাড়াতে মাঠ দিবস

স্টাফ রিপোর্টার, গাজীপুর ॥ চাহিদার তুলনায় দেশে ভোজ্যতেল উৎপাদনের পরিমাণ অনেক কম। কারণ দেশে ভোজ্যতেলের আবাদি জমির পরিমাণ খুবই কম এবং বিভিন্ন কারণে প্রতিবছর এই জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। ফলে আমাদের প্রতিবছর ২০-২২ হাজার কোটি টাকার ভোজ্যতেল আমদানি করতে হচ্ছে। রবিবার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে (বারি) অনুষ্ঠিত 'তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বারি অংগ)' ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র, বারি, গাজীপুর এর অর্থায়নে আয়োজিত মাঠ দিবসে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

বারি'র পরিচালক (তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র) ড. আব্দুল লতিফ আকন্দ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাঠ দিবসে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. কামরুল হাসান, পরিচালক (গবেষণা) ড. তারিকুল ইসলাম, পরিচালক (উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র) ড. অপূর্ব কান্তি চৌধুরী এবং বারি'র সাবেক পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. রীনা রানী সাহা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ সহিদুজ্জামান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রকল্প পরিচালক ড. ফেরদৌসী বেগম।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

আপডেট : ১৬ জানুয়ারি, ২০২২ ১৬:৪৩

কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে তৈলবীজ গবেষণার উপর মাঠ দিবস

গাজীপুর প্রতিনিধি

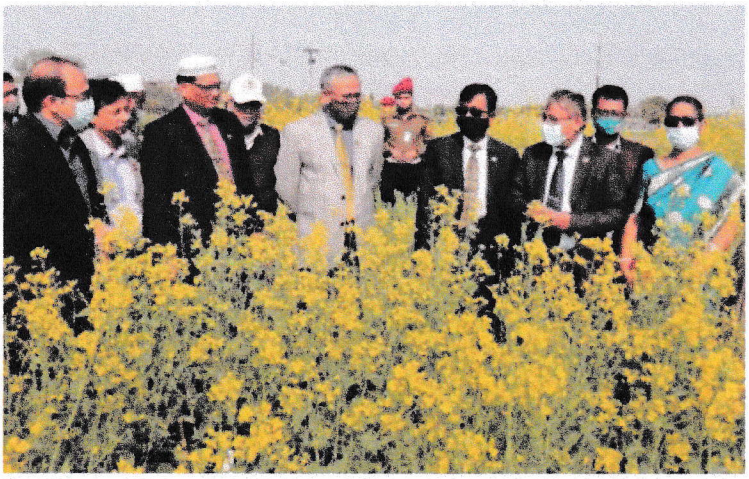

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রের আয়োজনে রবিবার বারির তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রের গবেষণা কার্যক্রমের উপর মাঠ দিবস অনুষ্ঠান ইনস্টিটিউটের তৈলবীজ গবেষণা মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

'তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বারি অংগ)' ও বারির তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রের অর্থায়নে আয়োজিত এ মাঠ দিবসে বারির বিভিন্ন বিভাগ ও কেন্দ্রের উর্ধ্বতন বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

আজ সকালে বারির মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার প্রধান অতিথি হিসেবে মাঠ দিবসের উদ্বোধন করেন। বারির পরিচালক (তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র) ড. মো. আব্দুল লতিফ আকন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ মাঠ দিবসে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. মো. কামরুল হাসান, পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. তারিকুল ইসলাম, পরিচালক (উদ্যানতত্ত্ব; গবেষণা কেন্দ্র) ড. অপূর্ব কান্তি চৌধুরী এবং বারি'র সাবেক পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. রীনা রানী সাহা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ সহিদুজ্জামান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রকল্প পরিচালক ড. ফেরদৌসী বেগম।

মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দ বারির তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রের গবেষণা মাঠে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

বিডি প্রতিদিন/এএ

যুগান্তর
সোমবার ১৭ জানুয়ারি ২০২২ ● ৩ মাঘ ১৪২৮
E-mail : sportsjugantor@gmail.com
/DailyJugantor /DainikJugantor www.jugantor.com

পৃষ্ঠা-১৬

বারিতে তৈলবীজ গবেষণা কার্যক্রমের মাঠ দিবস

গাজীপুর প্রতিনিধি

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার বলেন, চাহিদার তুলনায় আমাদের দেশে ভোজ্যতেল উৎপাদনের পরিমাণ অনেক কম। কারণ দেশে ভোজ্য তেলের আবাদি জমির পরিমাণও খুবই কম। বিভিন্ন কারণে প্রতি বছর এ জমির পরিমাণ আরও কমে যাচ্ছে। ফলে আমাদের প্রতি বছর প্রায় ২০-২২ হাজার কোটি টাকার ভোজ্যতেল আমদানি করতে হচ্ছে। রোববার বারির তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রের গবেষণা কার্যক্রমের ওপর মাঠ দিবস উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

সকালে বারির পরিচালক (তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র) ড. আব্দুল লতিফ আকন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ মাঠ দিবসে বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. কামরুল হাসান, পরিচালক (গবেষণা) ড. তারিকুল ইসলাম, পরিচালক (উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র) ড. অপূর্ব কান্তি চৌধুরী, বারির সাবেক পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. রীনা রানী সাহা ও সরেজমিন গবেষণা বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ সহিদুজ্জামান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রকল্প পরিচালক ড. ফেরদৌসী বেগম। মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে আগত অতিথিরা বারির তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রের গবেষণা মাঠে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। বারির মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ আরও বলেন, স্বাধীনতার ৫০ বছরে বারির তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরনের তৈলবীজ ফসলের ৫০ ধরনের উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছেন। আমরা যদি এসব উচ্চফলনশীল জাত কৃষকদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি তাহলে দেশে ভোজ্যতেলের উৎপাদনের পরিমাণ বাড়বে এবং আমদানির পরিমাণ কমে যাবে। পাশাপাশি আমাদের হাওড়, লবণাক্ত এলাকা ও চর এলাকায় তেল, ডাল ও সবজি ফসলের চাষাবাদ বাড়াতে হবে।

আজকালের খবর
THE DAILY AJKALER KHABAR
সোমবার • ১৭ জানুয়ারি ২০২২ • ৩ মাঘ ১৪২৮ • ১২ জমাদিউস সানি ১৪৪৩

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) তেলবীজ গবেষণা কেন্দ্রের আয়োজনে গতকাল গবেষণা কার্যক্রমের মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার –আজকালের খবর

বারির বিজ্ঞানীরা ৫০ ধরনের তেলবীজ ফসলের জাত উদ্ভাবন করেছেন

–ড. দেবাশীষ সরকার

● মাজহারুল ইসলাম, গাজীপুর

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট-বারির মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার বলেছেন, চাহিদার তুলনায় আমাদের দেশে ভোজ্যতেল উৎপাদনের পরিমাণ অনেক কম। কারণ দেশে ভোজ্যতেলের আবাদি জমির পরিমাণ খুবই কম এবং বিভিন্ন কারণে প্রতি বছর এই জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। ফলে আমাদের প্রতি বছর প্রায় ২০-২২ হাজার কোটি

পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

বারির বিজ্ঞানীরা ৫০

শেষ পৃষ্ঠার পর

টাকার ভোজ্যতেল আমদানি করতে হচ্ছে। স্বাধীনতার ৫০ বছরে বারির তেলবীজ গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরনের তেলবীজ ফসলের ৫০ ধরনের উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছেন। আমরা যদি এসব উচ্চফলনশীল জাত কৃষকদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি তাহলে দেশে ভোজ্যতেলের উৎপাদনের পরিমাণ বাড়বে এবং আমদানির পরিমাণ কমে যাবে। পাশাপাশি আমাদের হাওর, লবণাক্ত এলাকা ও চর এলাকায় তেল, ডাল ও সবজি ফসলের চাষাবাদ বাড়াতে হবে। গতকাল রবিবার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) তেলবীজ গবেষণা কেন্দ্রের আয়োজনে তেলবীজ গবেষণা কার্যক্রমের মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এতে বারির বিভিন্ন বিভাগ ও কেন্দ্রের উর্ধ্বতন বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

বারির পরিচালক 'তেলবীজ গবেষণা কেন্দ্র' ড. মো. আব্দুল লতিফ আকন্দের সভাপতিত্বে মাঠ দিবসে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন– পরিচালক 'সেবা ও সরবরাহ' ড. মো. কামরুল হাসান, পরিচালক 'গবেষণা' ড. মো. তারিকুল ইসলাম, পরিচালক 'উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র' ড. অপূর্ব কান্তি চৌধুরী, বারির সাবেক পরিচালক 'পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন' ড. রীনা রানী সাহা এবং সরেজমিন গবেষণা বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ সহিদুজ্জামান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন– তেলবীজ গবেষণা কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রকল্প পরিচালক ড. ফেরদৌসী বেগম। মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দ বারির তেলবীজ গবেষণা কেন্দ্রের গবেষণা মাঠে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

The New Nation
Independent Daily
Dhaka, Monday, January 17, 2022

দৃষ্টি-২০

GAZIPUR: The Oilseed Research Centre (ORC) of Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) arranges a Field Day on the research activities of ORC at the Oilseed Research Field of the Institute on Sunday. BARI Director General Dr. Debasish Sarker inaugurated the Field Day as the Chief Guest. ■ NN photo

BARI holds Field Day

Gazipur Correspondent

The Oilseed Research Centre (ORC) of Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) has arranged a Field Day on the research activities of ORC at the oilseed research field of the Institute on Sunday. The field day, funded by the 'Enhance Production of Oil Crops (EPOC) Project (BARI Part)' and Oilseed Research Centre, BARI, Gazipur was participated by senior scientists, officers, staff and labors from various divisions and centre's of BARI.BARI Director General Dr. Debasish Sarker inaugurated the Field Day as Chief Guest while Director (ORC) Dr. Md. Abdul Latif Akanda presided over the function. Director (Support , Services) Dr. Md. Kamrul Hasan, Director (Research) Dr. Md. Tariqul Islam, Director (Horticulture Research Centre) Dr. Apurba Kanti Chowdhury and former Director (Planning & Evaluation) Dr. Rina Rani Saha, Chief Scientific Officer of the OFRD Dr. Muhammad Sahiduzzaman were present as special guests. Chief Scientific Officer of ORC and Project Director Dr. Ferdousi Begum gave the welcome address. The guests attending in the Field Day event inspected a variety of research activities at the research fields of the Oilseed Research Center.

daily observer

Dhaka, Monday January 17, 2022

The Oilseed Research Centre (ORC) of Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) arranges a field day on the research activities of ORC at the oilseed research field of the Institute on Sunday. BARI Director General Dr Debasish Sarker with other scientists inspected a variety of research activities at the research fields of the Oilseed Research Center.

PHOTO: OBSERVER

The daily TRIBUNAL
RIGHTS FOR THE PEOPLE
Dhaka, Monday, 17 Januray 2022
03 Magh 1428, 13 Jumada-al-Awal 1443
www.dailytribunal24.com

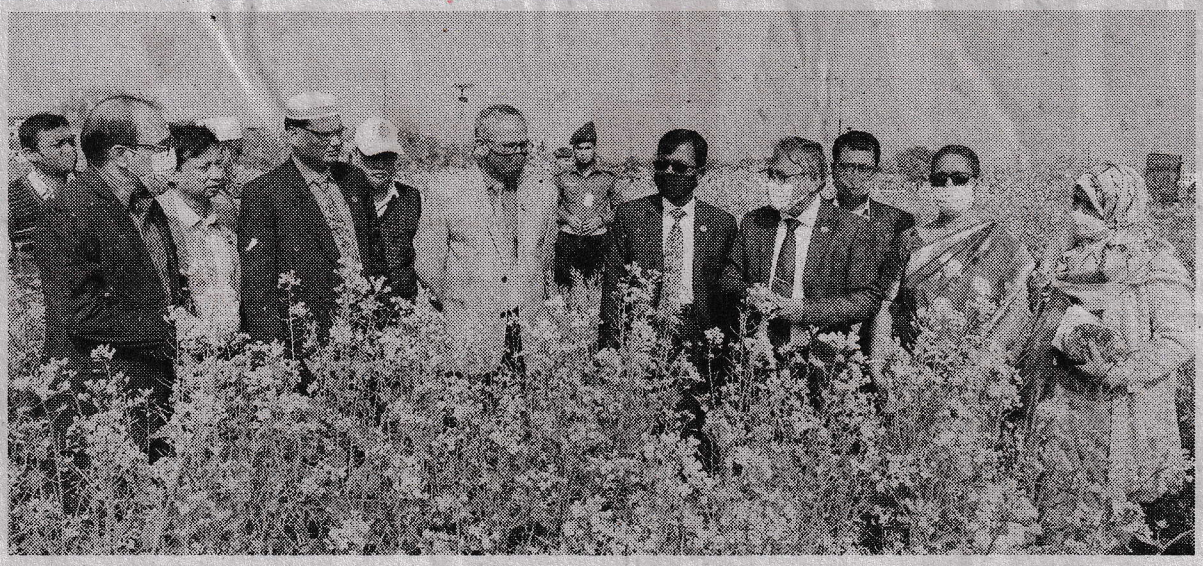

BARI holds field day on oilseed research activities

Mehedi Hasan, Gazipur

The Oilseed Research Centre (ORC) of Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) has arranged a Field Day on the research activities of ORC at the oilseed research field of the Institute on Sunday.

The field day, funded by the 'Enhance Production of Oil Crops (EPOC) Project (BARI Part)' and Oilseed Research Centre, BARI, Gazipur was participated by senior scientists, officers, staff and labors from various divisions and centre's of BARI.

BARI Director General Dr. Debasish Sarker inaugurated the field day as chief guest while Director (ORC) Dr. Md. Abdul Latif Akanda presided over the function. Director (Support & Services) Dr. Md. Kamrul Hasan, Director (Research) Dr. Md. Tariqul Islam, Director (Horticulture Research Centre) Dr. Apurba Kanti Chowdhury and former Director (Planning & Evaluation) Dr. Rina Rani Saha, Chief Scientific Officer of the OFRD Dr. Muhammad Sahiduzzaman were present as special guests.

Chief Scientific Officer of ORC and Project Director Dr. Ferdousi Begum gave the welcome address. The guests attending in the Field Day event inspected a variety of research activities at the research fields of the Oilseed Research Center.

Speaking as chief guest, BARI Director General Dr. Debasish Sarkar said, the production of edible oil in our country is much less than the demand. This is because the amount of arable land in the country is very low and the amount of this land is decreasing every year due to various reasons. As a result, we have to import edible oil worth about Tk. 20-22 thousand crore every year.

n the 50 years since independence, scientists at the BARI Oilseed Research Center have developed 50 high-yielding varieties of different oilseed crops. If we can deliver these high yielding varieties to the farmers then the production of edible oil in the country will increase and the volume of imports will decrease. Besides, we have to increase the cultivation of oil, pulses and vegetable crops in haors, saline areas and char areas.

সোমবার ১৭ জানুয়ারি ২০২২ ॥ ৩ মাঘ ১৪২৮

আমাদের সময়

পৃষ্ঠা-২

ড. গোলাম ফেরদৌস চৌধুরীর টমেটো সংরক্ষণের প্রযুক্তি দেখানো হচ্ছে

কোল্ড স্টোরেজ ছাড়াই টমেটো সংরক্ষণের প্রযুক্তি উদ্ভাবন

ফয়সাল আহমেদ, *গাজীপুর সদর* ●

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পোস্ট-হারভেস্ট বিভাগ টমেটো সংরক্ষণের নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এর ফলে কোল্ড স্টোরেজ বা রেফ্রিজারেটর ছাড়াই বাড়িতেই টমেটো সংরক্ষণ করতে পারবেন যে কেউ। উদ্ভাবিত প্রযুক্তির ফলে টমেটো সংরক্ষণে খরচ যেমন কম হবে, তেমনি গুণাগুণও থাকবে অক্ষুণ্ন।

এ প্রযুক্তির উদ্ভাবক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পোস্ট-হারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. গোলাম ফেরদৌস চৌধুরী বলেন, টমেটো মৌসুমে সংরক্ষণের তেমন সুযোগ না থাকায় এর দাম পাওয়া যেত না। এতে কৃষি অর্থনীতিতেও ক্ষতি হতো। নানা সমস্যার কথা চিন্তা করে এ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়।

সংরক্ষণের পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি ■ এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ১

(শেষ পৃষ্ঠার পর) আরও জানান, প্রথমে মৌসুমের আধা-পাকা টমেটো ভালো করে পরিষ্কার করে ডিমের খোসা থেকে উৎপাদিত ক্যালসিন ক্যালসিয়াম দিয়ে সেনিটাইজ করতে হয়। ১০ লিটার পানিতে ১ গ্রাম পরিমাণ ডিমের খোসা ব্যবহার করে পানিতে টমেটো ২/৩ মিনিট ভিজিয়ে রেখে পরে উঠিয়ে পানি ঝরাতে হয়। এতে সালমোনিল বা ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস হয়। পরে এসব টমেটো একটি আবদ্ধ পাত্রে ২৪ ঘণ্টা মুখবন্ধ অবস্থায় রাখতে হয়। এর আগে বাক্সের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণে ১-মিথাইল সাইক্লোপ্রোপেন দিতে হয়। ২৪ ঘণ্টার এ প্রক্রিয়ায় টমেটোর মধ্যে থাকা ইথিলিনের কার্যকারিতা অকার্যকর করে দেওয়া হয়। এর ফলেই মূলত টমেটো তার বর্তমান অবস্থা ধরে রাখতে সক্ষম হয়। পরে তা ছিদ্রযুক্ত (পারফোরেটেড) বাক্সে ঘরে কম তাপমাত্রায় (২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে) রেখে দিয়ে ৩-৫ মাস সংরক্ষণ করা যায়।

পোস্ট-হারভেস্ট বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হাফিজুল হক খান বলেন, এ পদ্ধতিতে টমেটো সংরক্ষণ করলে খরচ অনেক কমে যায়। ইতোমধ্যে আমরা টমেটো সংরক্ষণের প্রযুক্তি নিয়ে উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। তারা এ মৌসুম থেকেই টমেটো সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে।

The Daily Odhikar
এগিয়ে চলার প্রত্যয়ে ...
অধিকার
সোমবার। ১৭ জানুয়ারি ২০২২

পৃষ্ঠা-৪

বাড়িতেই টমেটো সংরক্ষণ অটুট থাকবে স্বাদ-গুণাগুণ

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

বর্তমানে সব্জির নিত্যদিনের খাদ্য তালিকায় টমেটো প্রথম পছন্দের। ভিটামিন সি ও এন্টিঅক্সিডেন্টের অনন্য উৎস এ টমেটো। তবে মৌসুম ভেদে চাষ হওয়ায় সারাবছর এর সংরক্ষণ কঠিন। কোল্ডস্টোরেজ ব্যবস্থা থাকলেও এটি ব্যয়বহুল। ফলে মৌসুম বাদে টমেটোর দাম থাকে হাতের নাগালের বাইরে।

নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার কথা চিন্তা করে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পোস্ট হারভেস্ট বিভাগ সহজেই টমেটো সংরক্ষণের নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। ফলে এখন বাড়িতেই নিজের চাহিদা অনুযায়ী টমেটো সংরক্ষণ করতে পারবেন যে কেউ। এতে খরচ যেমন কমবে, তেমনি গুণাগুণও থাকবে অক্ষুণ্ন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সস্টিটিউটের পোস্ট হারভেস্ট বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, আমাদের দেশে দুই মৌসুমে টমেটোর চাষ হয়। মৌসুম শুরু হলে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তা শেষ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন ধরেই তা সংরক্ষণে কোল্ডস্টোরেজ ব্যবহার করা হতো। প্রচলিত ব্যয়বহুল এ পদ্ধতিতে টমেটো সংরক্ষণে মৌসুমের পর দাম উঠতো ১০০ টাকার ওপরে। এতে অনেক ভোক্তা তা কিনতে পারতেন না। সঙ্গে টমেটোর গুণাগুণও অক্ষুণ্ন থাকতো না। নানা সব প্রতিবন্ধকতার কথা চিন্তা করেই নতুন ধরনের এ পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়।

এ পদ্ধতির উদ্ভাবক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পোস্ট হারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. গোলাম ফেরদৌস চৌধুরী বলেন, টমেটো সংরক্ষণের তেমন সুযোগ না থাকায় এর দাম পাওয়া যেত না। কোল্ডস্টোরেজে রখলেও এর খরচ বেশি। এতে কৃষি অর্থনীতিতে ক্ষতি হতো। নানা সমস্যার কথা চিন্তা করে এ পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়।

তিনি আরও বলেন, মৌসুমে আধাপাকা তাজা টমেটো সংরক্ষণের পর তা পরিষ্কার করে সেনিটাইজ করতে হয়। সেনিটাইজে ব্যবহার করতে হয় ডিমের খোসা থেকে উৎপাদিত ক্যালসিন ক্যালসিয়াম দ্বারা। ১০ লিটার পানিতে ১ গ্রাম ক্যালসিন ক্যালসিয়াম ব্যবহার করে টমেটো ভিজিয়ে রাখতে হয়। ২-৩ মিনিট ভিজিয়ে রাখার পর উঠিয়ে পানি ঝরাতে হয়। এতে সালমোলিন বা ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস হয়।